দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক কৃষি বিজ্ঞান

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভার বৈঠকে দেশের হাই স্কুলসমূহের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য অবশ্য কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য অর্থনীতি অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে। খবরে বলা হয়েছে, মন্ত্রী সভার এতদ্‌সংক্রবান্ত সিদ্ধান্ত ১৯৯৪ সাল থেকে কার্যকর হবে।

কৃষি বিজ্ঞানকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে বাধ্যতামূলক ঘোষণার সাংবাদটিতে বিশদ তথ্য না থাকায় বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে, নীতিগতভাবে অভিনন্দনযোগ্য ও প্রশংসনীয় এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া যে রকমই হোক না কেন, পাঠ্য বিষয় হিসাবে কৃষিবিদ্যার বিকাশ ও বিস্তৃতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগিতা এবং ফলিত বিজ্ঞান হিসাবে কৃষি বিজ্ঞানের বিকাশ প্রয়াস দেশের একটি দীর্ঘ অনুভূত উপলব্ধিরই বাস্তব রূপ বলে আমরা মনে করি। কেননা, কৃষিনির্ভর এবং কৃষক বহুল এই দেশে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান ও ফলিত প্রযুক্তির ন্যায় এতটা গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অন্য কোনো সাধারণ পাঠ্য বিষয় দাবী করে বলে মনে হয় না। যদি পৃথকভাবে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকার করতেও হয়, তবুও বলা যায় অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও প্রধান বাস্তবায়ন ক্ষেত্র হচ্ছে এ দেশের কৃষি ক্ষেত্র তথা কৃষি উৎপাদন। কেবল গড় বাৎসরিক আয় উৎপাদনে একক বৃহত্তম হিস্যার কারণেই নয়, সামাজিক ও সমষ্টিক অর্থনীতিরও কেন্দ্রীয় বিবেচনা হওয়া উচিত দেশের কৃষি। খনিজের অপ্রতুলতা এবং যন্ত্র শিল্পের ব্যবসথাপনায় প্রায় অনতিক্রম্য ব্যর্থতার পাশাপাশি চির অবহেলিত এই কৃষি খাতই এখনো দেশের অর্থনীতির ন্যুব্জ মেরুদাঁড়াকে সিধা রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছে। কৃষি কেবল আমাদের দেহ খাদ্যেরই যোগানদার নয়— আত্মার খোরাকেরও অন্যতম উৎস। কেননা, কৃষিভিত্তিক এই সমাজ ও কৃষ্টির দৌলতেই আমরা সভ্যতার ধারাবাহিকতা থেকে এখনো পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে পড়িনি। দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও নীরব, নির্বাক, গতরভাঙ্গা মেহনত দিয়ে এই কৃষক সাধারণই এ দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদটিকে ধারণ করে রয়েছে। পরদেশী স্বার্থের তারা প্রতিভূ তো নয়ই; বরং, বলা চলে এ দেশের স্বার্থহানিকর প্রায় সকল বিদেশী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থই এ দেশের কৃষকদের দুশমন। শিল্প বিনাশের পর কৃষিকে বসিয়ে দিতে পারলেই বিদেশী স্বার্থ শকুনদের মহোৎসবের বাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হতো। কিন্তু, দেশের স্বার্থহানিকর সেই সব চক্রান্ত, আমলাগিরি ও মুৎসুদ্দী দৌরাত্ম্যের চক্রজাল ভেদ করে এই কৃষক ভাইরাই ফজর থেকে মাগরেব তামাত উদয়াস্ত শীত গ্রীষ্ম বর্ষার ঋতুদ্রোহ উপেক্ষা করে কোটি কোটি লোকের মুখের অন্ন যুগিয়ে চলেছে; এমনকি, উচ্চতর সংযুক্ত মূল্য বিবেচনায় কৃষি সামগ্রীই আমাদের রফতানী বাণিজ্যের প্রধান উৎস।

কৃষি ও কৃষকের কাছেই এ জাতির সমুদয় ঋণ বাধা পড়ে আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের তারা সুফল ভোগী নয়; পরোক্ষ রাজস্ব চাপ; উচচ মূল্যহার ও কৃষি উপকরণের মুনাফামুখী তেজারতীতে তারা অসহায়। রাষ্ট্রের যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার মান ক্রমাবনতিশীল। এই হতাশ প্রেক্ষিত সামনে রেখে কৃষি সম্পর্কিত সামান্য অগ্রতির খবরেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। দেশের প্রকৃত উৎপাদক এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক শক্তি দেশের কৃষিজীবীদের প্রতি ইতিহাসের খলনায়করা সুবিচার করেনি বলেই আমরা সদিচ্ছা ও শুভ কামনার এই সামান্য সওগাত দিয়ে তাদের যোগ্য মর্যাদা দিতে চাই। কৃষি ও কৃষকদের প্রতি দরদ থেকেই আমরা প্রেরণার এক নতুন আশাবাদ খুঁজে পেয়েছি বিদ্যালয় পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞানের আবশ্যিকতার প্রতি সরকারের এই উৎসাহ ও সুবিবেচনায়। কৃষিকে আরও বেশী করে জানার ও বোঝার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কৃষকের উন্নতি তথা সমাজ, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত অগ্রগতি।